সমরেশ বসুর 'আদাব'

সমরেশ বসুর 'আদাব' বাংলা সাহিত্য-জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও হৃদয়স্পর্শী ছোটগল্প। ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগ ও তার পটভূমিতে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ওপর ভিত্তি করে গল্পটি রচিত হলেও, এর মূল বার্তাটি ধর্মীয় সংকীর্ণতা কাটিয়ে 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই চিরন্তন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে।

'আদাব' গল্পের শুরু হয় রাত্রির নিস্তব্ধতার চিত্র দিয়ে। শহরে ১৪৪ ধারা জারি থাকায় জনহীন ফাঁকা রাস্তাগুলি যেন কোন্ এক বিপদের আশঙ্কায় প্রহর গুনছে বলে মনে হয়। সে সময়ের ভয়াবহতাকে ফুটিয়ে তুলতে লেখক গল্পের শুরুতেই বলেন-

> "দাঙ্গা বেঁধেছে হিন্দু আর মুসলমানে। মুখোমুখি লড়াই দা, সড়কি, ছুরি, লাঠি নিয়ে।"

আর এর পাশাপাশি আরও একটি দিক পরিষ্কার করে দেন লেখক, সেটা হলো এই লড়াইয়ে সাধারণ মানুষের লাভ নেই, এ লড়াইয়ে লাভবান লুঠেরার দল। তারা সমাজের এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, মৃত্যু বিভীষিকাময় অন্ধকার রাত্রি তাদের উল্লাসকে করেছে তীব্রতর।

এই যন্ত্রণাময় ভয়াবহ সময়ে দুজন প্রাণভয়ে ভীত মানুষকে পাঠকের সামনে নিয়ে আসেন সমরেশ বসু। পরস্পর বিপরীত দুদিক থেকে দুটি গলির দুটি মুখ যে বড় এক জায়গায় মিশেছে, সেই মোড়ে দুজন ভীত সন্ত্রস্ত লোক পড়ে থাকা এক ডাস্টবিনের আড়ালে চলে আসে নিঃসাড়ে। দু'জনেই পরস্পরের আড়ালে বেশ কিছু সময় নীরব থাকে। নড়াচড়ার মধ্যে দিয়ে দু'জন দু'জনের কাছে ধরা পড়ে যায়। আর দু'জনেই অপরকে ভাবে ঘাতক-

> "স্থির চারটে চোখের দৃষ্টি ভয়ে সন্দেহে উত্তেজনায় তীব্র হয়ে উঠেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না।"

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় জীবনানন্দ দাশের '১৯৪৬-৪৭' কবিতাটির কথা যেখানে কবি বলেছেন-"সকলেই আড়চোখে সকলকে দেখে।" বা "মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ" ইত্যাদি আপ্তবাক্য যেন এখানে বেমানান একেবারে। আজ যেন মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখাটাই যেন চরম অপরাধ।

প্রথম দেখায় এই দুই ব্যক্তির একে অপরের প্রতি যে সন্দেহ, সময়ের বহতায় ধীরে হলেও তা সরে যেতে থাকে। তারা জানতে চায় একে অপরকে, পরিচিত হতে চায়। তাদের প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাত হয় পেশা দিয়ে। একজন নৌকার মাঝি, অন্যজন সুতা কলের শ্রমিক। গভীর আতঙ্ক, অনড় সন্দেহ, স্থির অবিশ্বাস- যা সেই সময়ের দান তাকে সরিয়ে তারা আপনজন হতে থাকে একে অপরের। দু'জনেরই বাড়ি ফেরার তাগিদ স্পষ্ট। আপন পরিজনের কাছে যাওয়ার আগ্রহ প্রবল।

সংশয়-সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে, পরিচয়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ হতে হতে একসময় তারা উভয়েই বুঝতে পারে অন্য মানুষটি ধর্মের দিক থেকে ভিন্ন। তারা একজন হিন্দু, অন্যজন মুসলমান। মাঝি মুসলমান ও সুতা-কলের শ্রমিক হিন্দু। কিন্তু এই দাঙ্গার প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী এক। তারা জানে এই দাঙ্গা তাদের কিছু দেবে না, শুধু কেড়ে নেবে আপনজনদের। উভয়েই উভয়ের মতো করে বুঝতে পারে এই দাঙ্গার পেছনে নেতাদের উস্কানি আছে, পুলিশের স্বার্থ আছে। সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ প্রশ্ন করে মাঝি-

> "আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কী? তোমাগো দু'গা লোক মরব, আমাগো দু'গা মরব। তাতে দ্যাশের কী উপকারটা হইব?"

সুতা মজুরও তাকে সমর্থন করে বলে-

> "হইব আর কী, ...তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলামাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইব।"

আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় প্রেক্ষাপট হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা অথচ দুই ধর্মের দুই মানুষের দাঙ্গা বিরোধী চিন্তার অভিন্নতা। দু'জনেই কেবল নিজের কথা ভাবছে

না, ভাবছে আমার যেমন বিপদ তেমনি অন্যধর্মের মানুষটারও একই রকম বিপদ। আর তখনই প্রশ্ন জাগে তবে এই দাঙ্গার কারণ কি, কাদের কারণে প্রাণ যায় সাধারণ নিরীহ মানুষের। উত্তরটাও দিয়ে দেয় সুতা মজুরই–

> "... ন্যাতারা হেই সাততলার উপুড় পায়ের উপুড় পা দিয়া হুকুম জারী কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।"

তারা কথা বলতে বলতে পথ খুঁজতে খুঁজতে যেখানে এসে পড়েছিল সেখান থেকে বুড়ি গঙ্গা বেশি দূর নয়। নায়ের মাঝি ধর্মে মুসলমান। তার হাতে জামা কাপড়ের পোটলা। আর সেই পোটলায় ছেলে–মেয়ের জন্য নতুন জামাকাপড়। কারণ পরের দিন যে ঈদ। জীবনের স্পন্দন শোনা যায় নায়ের মাঝির কথায়-

> "বোঝ না তুমি কাইল ঈদ, পোলামাইয়ারা সব আইজ চান্দ দেখছে। কত আশা কইরা রইছে তারা নতুন জামা পিন্ধ, বাজানের কোলে চড়ব। বিবি চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে।"

বিপদ উপেক্ষা করে ঝুঁকি নিয়ে হলেও তাকে পৌঁছতেই হবে। কারণ দাঙ্গা কেড়ে নিতে পারেনি ভালবাসা, প্রেম–স্নেহকে। সুতাকলের হিন্দু শ্রমিক তার গন্তব্যের দিকে চোখ রেখে শুভকামনা করে মাঝি যেন বিপদে না পড়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই শুভকামনা বাঁচাতে পারে না মাঝিকে। গোরা সার্জেনের গুলির আগুনে নায়ের মাঝি মারা যায়। ঈদের দিন বাড়ি ফিরে বিবির চোখের জল মোছানো তার আর হয় না। গুলি খাওয়া বুকের রক্তে ভেসে যায় আপনজনদের পোশাক।

'আদাব' মূলত মুসলিম সম্বোধন। গল্পে আদাব ব্যবহৃত হয়েছে 'বিদায়' বোঝাতে। লক্ষণীয় হিন্দু সুতামজুর ও তার ধর্মের কথা ভুলে গিয়ে তার সহযোদ্ধা বন্ধুর প্রত্যুত্তরে 'আদাব' শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু শুধুমাত্র এক হিন্দু ও এক মুসলমানের হিন্দু–মুসলিম দাঙ্গার সময়েও তারা দীর্ঘ একটি সন্ধ্যা একসঙ্গে কাটিয়ে, মানবিকতার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তারা পরস্পরের থেকে বিদায় নিল– শুধু এই কারণেই 'আদাব' গল্পের নামকরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। আসলে 'আদাব' শব্দের অর্থটির বিস্তার যদি একটু বাড়িয়ে নিই, অর্থাৎ যদি আমরা ধরে

নিই 'বিদায়' দুটি চরিত্রের মধ্যে ব্যবহৃত কোনো একটি বিশেষ শব্দ নয়, 'বিদায়' মূলত দুটি ধর্মের মানুষের, যারা পরবর্তীকালে একসঙ্গে না থাকার সিদ্ধান্তের জন্য নিজস্ব একটি সীমানা তৈরী করবে, দুটি পৃথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে একে অপরকে ত্যাগ করে চলে যাবে চিরদিনের মতো। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি পাকিস্তান ও ভারত-এই দুই দেশে বসবাস করার জন্য হিন্দুদেরকে যেমন পাকিস্তান ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে, তেমনি অনেক মুসলমান ছেড়ে গেছেন এ ভারতভূমি। এই 'চলে-যাওয়া' বা 'চলে-আসা'-র মধ্যেও রয়ে গেছে অত্যাচার, বিচ্ছিন্ন হওয়ার চরমতম দুর্দশা। 'আদাব' আসলে এই বিচ্ছিন্ন জাতি সত্তার প্রতীক, বিভক্ত রাষ্ট্রের প্রতীক।

সমরেশ বসু দেখিয়েছেন, রাজনীতির বিষবাষ্প ও ধর্মের অন্ধত্ব মানুষকে সাময়িকভাবে বিভক্ত করতে পারলেও মানুষের ভেতরের বোধ ও মানবপ্রীতিকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারে না। মৃত্যুভয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুটি অচেনা-অজানা মানুষের মধ্যে যে বন্ধুত্বের আলো জ্বলে উঠেছিল, তা-ই 'আদাব' গল্পটিকে বিশ্বজনীন মানবতাবাদী সাহিত্যের এক অনন্য ও চিরায়ত শিল্পকর্মে পরিণত করেছে।